ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভক ইতি শ্রীনারদেন প্রাগুক্তত্বাচ্চ। এবং শ্রীমদম্ব-রীষস্য যজ্ঞবিধানমপি লোকসংগ্রহার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তমুদ্দিশ্যাপ্যেকান্তভক্তিভাবেনে-ত্যুক্তমস্তি। তত্র চ ঐহিকং নিষ্কামত্বং ভক্ত্যা জীবিকাপ্রতিষ্ঠাদ্যুপার্জ্জনং যত্তদভাব-ময়মপি বোদ্ধব্যম্। বিষ্ণুং যো নোপজীবতীতি গারুড়ে শুদ্ধভক্তিলক্ষণাৎ। মৌনব্রত-শ্রুততপোঽধ্যয়নস্বধর্ম্মব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ। প্রায়ঃ পরংপুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বা বত দাম্ভিকানামিতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যবৎ। মৌনাদয় এবাজিতেন্দ্রিয়ানাং বার্ত্তা জীবনোপায়া ভবন্তি। দাম্ভিকানাস্তু বার্ত্তা অপি ভবন্তি ন বা দাম্ভস্যানিয়তফলত্বাদিত্যর্থঃ। অতএবোক্তম্—আরাধনং ভগবতঃ ঈহমানা নিরাশিষঃ। যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলা স্মৃতা ইতি। পরং মোক্ষমপীতি টীকা চ। তস্মাৎ সাধূক্তং নালং দ্বিজত্বমিত্যাদি। ৭।। ৬।। শ্রীপ্রহ্লাদোঽ-সুরবালকান্ ।। ১৬৮ ।।

অতএব, ভক্তচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদমহাশয় ৭।৭ অধ্যায়ে অসুরবালকগণকে নিষ্কামভক্তিযোগেরই উপদেশ করিয়াছেন। হে অসুরবালকগণ! দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, উত্তমজীবিকা, বহুশাস্ত্রজ্ঞান, দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, রাশি রাশি ব্রত, মুকুন্দের সন্তোষ-সম্পাদন করিতে সমর্থ নয়; শ্রীহরি একমাত্র নিষ্কামভক্তিতেই সন্তুষ্টিলাভ করিয়া থাকেন। সকামভাবে অনুষ্ঠিত অন্য সমুদয় সাধনই বিড়ম্বন অর্থাৎ অভিনয় মাত্র। অতএব, সকাম ভক্তেরও ভক্তি-অনুষ্ঠান অভিনয় মাত্র; যেহেতু তাঁহারও স্বার্থসাধন-তাৎপর্য্য থাকায় ভক্তির অনুকরণই করা হইয়া থাকে। যেমন ভাল ভাল নটগণেরও নটন অনুকরণমাত্রই হইয়া থাকে, তেমনি কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীগণ হইতে ভক্তিসাধক ভক্তশ্রেষ্ঠ হইলেও সকাম বলিয়া কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগীগণের মত ভজনানুষ্ঠান অভিনয় করার মত প্রকাশ পায়। সেই সকামভাবটি ঐহিক ও পারলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। সেই দুই প্রকার সকামভাবই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনাগপত্নী প্রভৃতির বাক্যে বিশুদ্ধভক্তিমার্গে সর্ব্বপ্রকারে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥

যাঁহার চরণরজে প্রপন্ন একান্ত ভক্তগণ স্বর্গীয় সুখ ভূমির আধিপত্য, পরমেষ্ঠিপদপ্রাপ্তিসুখ, রসাতলের আধিপত্য, অষ্টাদশ যোগসিদ্ধি, অধিক কি বলিব? অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষসুখ পর্য্যন্ত প্রার্থনা করে না। অতএব বৈবস্বতমনুপুত্র পৃষধ্র যদ্যপি মুমুক্ষু ছিলেন, তথাপি তাঁহাকে যে একান্তী শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে, সেটি গৌণ। অর্থাৎ যেমন—একটি জমিদারকে কেহ কোনও কার্য্যব্যপদেশে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন বা উল্লেখ করিয়া